ইউনিট ৮
বণ্টন

ভূমিকা

অর্থনীতি যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তার মধ্যে বণ্টন গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আয় কিভাবে বন্টিত হয় তা বণ্টনতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। সমাজের মোট উৎপাদনের বণ্টন নির্ভর করে আয় বণ্টনের উপর। যাদের হাতে বেশি অর্থ আছে তাদের ক্রয় ক্ষমতাও বেশি এবং তারাই সমাজের মোট উৎপাদনের সিংহভাগ ভোগ করে। আর যাদের আয় কম তাদেরকে মোট ভোগ্য দ্রব্যের সামান্য অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেই বলা যাবে না যে, একটা দেশের মানুষের দারিদ্র কমছে, তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ জাতীয় আয়ের এই বৃদ্ধি যদি মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তবে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। কোন দেশের সমৃদ্ধির জন্য যেমন আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সে আয়ের সুষম বণ্টন। তাই উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয় বা পারিশ্রমিক কিভাবে নির্ধারিত হয় তা জানা প্রয়োজন।

এই ইউনিটে জানা যাবে বণ্টন কাকে বলে, কাদের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং কিসের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়। তাছাড়া বাংলাদেশের বণ্টন ব্যবস্থার উপরও আলোকপাত করা হবে।

পাঠ ১ : বণ্টনের ধারণা — উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে বণ্টন

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বণ্টন কাকে বলে বলতে পারবেন।
- কি বণ্টন করা হবে এবং কাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে বলতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত আয় বণ্টন ও ক্রিয়াগত আয় বণ্টনের পার্থক্য বলতে পারবেন।

বণ্টন

অর্থনীতি মূলত জাতীয় আয়ের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ নিয়ে আলোচনা করে। উৎপাদনে বিভিন্ন উপকরণ (যেমন– জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন) অংশগ্রহণ করে। এর বিনিময়ে এরা পারিশ্রমিক পায়। জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে পারিশ্রমিক বা দাম দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে। শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পায় তাকে মজুরি বলে। পুঁজি ব্যবহারের জন্য পুঁজির মালিককে দেওয়া হয় সুদ এবং সংগঠক বা উদ্যোক্তা পায় মুনাফা। উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপকরণগুলোর মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টন করা হয় বণ্টনতত্ত্বে তাই আলোচনা করা হয়। **অর্থনীতিতে বণ্টন বলতে উৎপাদনে যেসব উপকরণ অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে জাতীয় আয় ভাগ করাকে বুঝায়।** একে ক্রিয়াগত আয় বণ্টন বলে। অর্থনীতি ক্রিয়াগত আয় বণ্টন নিয়ে আলোচনা করে।

ক্রিয়াগত বণ্টন নিচের ছকের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে :

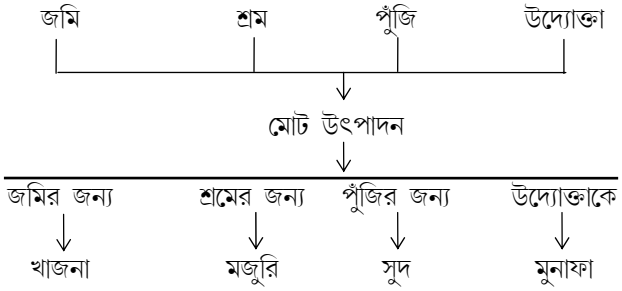

বণ্টন অধ্যায়ে আমরা তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাই। এগুলো হচ্ছে : (১) কি বণ্টন করা হবে ; (২) কাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং (৩) কিভাবে বণ্টন করা হবে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে জাতীয় আয় বণ্টন করা হবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় উৎপাদনের চারটি উপকরণের (জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন-এর) মধ্যে এটি বণ্টন করা হবে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, উপাদানের পৃথক পৃথক উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতিতে বণ্টন বলতে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপকরণগুলোর মধ্যে জাতীয় আয়ের বণ্টন বুঝায়।
- বণ্টন অধ্যায়ে আমরা তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাই, (১) কি বণ্টন করা হবে, (২) কাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং (৩) কিভাবে বণ্টন করা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। উৎপাদনের উপাদান কোনগুলো?
ক. জমি, শ্রম খ. পুঁজি, খাজনা
খ. সংগঠন, ব্যাংক ঘ. ব্যাংক, মজুরি

২। অর্থনীতিতে বণ্টন বলতে কি বুঝায়?
ক. জাতীয় উৎপাদনকে উপকরণসমূহের মধ্যে ভাগ করা
খ. মোট জাতীয় আয়কে উপকরণসমূহের মধ্যে ভাগ করা
গ. মোট উৎপাদনকে জনগণের মধ্যে ভাগ করা
ঘ. মোট সম্পদকে জনগণের মধ্যে ভাগ করা

৩। ক্রিয়াগত আয় বণ্টন কাকে বলে?
ক. জাতীয় আয় দেশের জনগণের মধ্যে বণ্টন করা
খ. জাতীয় আয় উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে বণ্টন করা
গ. জাতীয় উৎপাদন উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে ভাগ করা
ঘ. জাতীয় উৎপাদন সকলের মধ্যে ভাগ করা।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অর্থনীতিতে বণ্টন বলতে কি বুঝায় আলোচনা করুন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১। ক্রিয়াগত আয় বণ্টন কাকে বলে?

পাঠ ২ : বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রান্তিক উৎপাদন কাকে বলে বলতে পারবেন।
- বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে উৎপাদন কার্যে বিভিন্ন উপাদান বা উপকরণ ব্যবহার করা হয়। মোট উৎপাদন এসব উপাদানের মধ্যে কিভাবে বণ্টন বা ভাগ করা হয় এ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব আছে। একে বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে, উৎপাদনের উপাদানের দাম বা পারিশ্রমিক তার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান।

প্রান্তিক উৎপাদন : কোন একটি উপকরণ (যেমন, শ্রম) এক একক বৃদ্ধি করে উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাই তার প্রান্তিক উৎপাদন। কোন উপকরণের দাম বা পারিশ্রমিক কত সেটা নির্ভর করে তার প্রান্তিক উৎপাদনের উপর। ধরা যাক, কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে। প্রতিটি দ্রব্য ৮ টাকা দামে বিক্রি করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির মোট আয় ৪০০ টাকা। এখন প্রতিষ্ঠানটি একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন ৩ একক বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩ একক হয়। মোট আয় হয় ৫৩×৮ = ৪২৪ টাকা।
সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন = ৪২৪ - ৪০০ = ২৪ টাকা।

এখানে ১১ নং শ্রমিক প্রান্তিক শ্রমিক। ৩ একক বা ২৪ টাকা পরিমাণ মূল্যের উৎপাদন তার প্রান্তিক উৎপাদন। সুতরাং শ্রমিকের মজুরি ২৪ টাকার সমান হবে। কারণ তার প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য ২৪ টাকার সমান। মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনের বেশি হবে না। তা হলে মালিক ক্ষতিগ্র¯' হবে। শ্রমের g‡Zv উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের (যেমন : জমি ও পুঁজির) দাম এদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, **প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী জাতীয় আয়কে বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে বণ্টন করা হয়।**

মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র প্রান্তিক উৎপাদনের উপর ভিত্তি করেই কোন উপকরণের দাম বা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় না। যেমন- শ্রমিকের মজুরি প্রান্তিক উৎপাদন ছাড়াও তার যোগানের উপর নির্ভর করে। চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান কম হলে তার মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি হবে। শ্রমিক সংঘও আন্দোলন বা মালিকের সাথে দরকষাকষির (আলাপ-আলোচনার) মাধ্যমে মজুরির হার বাড়াতে পারে। তাছাড়া সরকারও শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে, যা তার প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

- বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে কোন উপাদানের দাম বা পারিশ্রমিক তার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়।
- কোন একটি উপকরণ এক একক বাড়ালে উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাই তার প্রান্তিক উৎপাদন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টন কি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়?
ক. উপকরণের মোট যোগান
খ. উপকরণের মোট চাহিদা
গ. উপকরণের মোট পরিমাণ
ঘ. উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদন

২। উৎপাদনের কোন একটি উপকরণ এক একক বৃদ্ধি করলে উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাকে কি বলে ?
ক. ব্যক্তিগত আয়
খ. ব্যক্তিগত উৎপাদন
গ. প্রান্তিক উৎপাদন
ঘ. প্রান্তিক ক্ষমতা

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের বণ্টন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তাই এদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। পল্লী এলাকার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কর্মক্ষম লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে কৃষি খাতে। জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ এই কৃষি খাতের অবদান। শিল্পোন্নয়নেও এই খাতের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। দেশের জনগণের খাদ্যের সরবরাহ, তাদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতি কৃষির উন্নতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ দেশের অর্থনীতিতে কৃষির যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে কৃষি এবং কৃষক নানা সমস্যায় জর্জরিত। আমাদের ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। ফলে দেখা যায় আমাদের দেশের স্বল্প সংখ্যক লোক অধিকাংশ জমির মালিক। এরা কিন্তু জমি চাষের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। এরা সাধারণত শহরে বাস করে এবং বর্গাদারদের দিয়ে জমি চাষ করায়। ত্রুটিপূর্ণ ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার কারণে আমাদের দেশে ১৯৬০ সালে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল শতকরা ১২ ভাগ। বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগে।

বাংলাদেশের জমি খুবই উর্বর। কিন্তু আমাদের দেশে হেক্টর প্রতি ফলন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। আমাদের দেশের কৃষকরা প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করে। কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার প্রায় অনুপস্থিত। এছাড়া কৃষকরা এতই দরিদ্র যে তারা কৃষিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। সরকারের কাছ থেকেও তারা সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ পায় না। অথচ তাদের উন্নত কৃষি উপকরণ, যেমন– বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ের প্রয়োজন। এগুলো ছাড়া প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ (যেমন– বন্যা, খরা., সীমিত ভূমি ব্যবহার প্রভৃতি কারণেও কৃষির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

দক্ষ জনগোষ্ঠী একটা দেশের সম্পদ। আমাদের দেশে প্রচুর শ্রমিক রয়েছে। কিন্তু এদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কোনটাই নেই। এছাড়া এদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেশি (অর্থাৎ যাদের বয়স ১৪ এর নিচে এবং ৬৪ এর উপরে.। এরা উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে না। কিন্তু এরা উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ করে। আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রমিকের মজুরি খুবই কম। কারণ তাদের উৎপাদন ক্ষমতা কম। তাছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যাও বেশি। এরা অদক্ষ শ্রমিক। বাংলাদেশে শিল্পের উন্নতি হয়নি বললেই চলে। এদেশের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান শতকরা মাত্র ১১ ভাগ। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভাল শ্রম আইন নেই। শ্রমিকদের সংগঠনও খুব শক্তিশালী নয়। আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। মোট কর্মক্ষম শ্রমিকের শতকরা প্রায় ২২ ভাগ বেকার। স্বাভাবিক কারণেই জীবিকার তাগিদে তারা খুব কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে। এসব কারণে বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি বা পারিশ্রমিক তাদের প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে অনেক কম। এখানে মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার ভূমিকা নগণ্য।

বাংলাদেশের মানুষ দরিদ্র। এ দেশের মানুষের আয় ও সঞ্চয় কম। তাই এদেশে পুঁজি গঠনের হার ও বিনিয়োগ কম। পুঁজির স্বল্পতা এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা। আমাদের দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রায় সম্পূর্ণভাবে

বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাদের নিজস্ব সম্পদের অবদান নগণ্য। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য দেশের জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, গবেষণা, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, খনিজ সম্পদ উত্তোলন প্রভৃতি কাজে প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন। অথচ পুঁজির অভাবে এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ধনী ব্যক্তিরা অনুৎপাদনশীল খাতে (যেমন– জমি ক্রয়, বাড়ি নির্মাণ, গাড়ি ক্রয় ইত্যাদি. বেশি অর্থ ব্যয় করে। এসব কারণে দেশে শিল্পের বিকাশ সন্তোষজনক নয়।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও উদ্যোক্তা শ্রেণী সৃষ্টি হয়নি। এ দেশ বহু বছর বিদেশী শাসনের অধীন ছিল। তারা কখনও চায়নি এদেশে উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠুক। তাছাড়া এদেশে রয়েছে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার অভাব, ঝুঁকি গ্রহণে অনীহা ইত্যাদি। এসব কারণেও দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী তৈরি হচ্ছে না। এই শূন্যতা পূরণ করতে সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে কৃষি জমি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ফলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের জমি খুবই উর্বর। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ফলন কম হয়।
- দারিদ্র্যের কারণে কৃষকরা জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না।
- আমাদের দেশের শ্রমিকরা অদক্ষ, প্রয়োজনের তুলনায় এদের সংখ্যাও বেশি। তাই কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে তাদের পারিশ্রমিক তাদের প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে অনেক কম।
- বাংলাদেশের মানুষের আয় কম। ফলে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন কম। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।
- এছাড়া দক্ষ উদ্যোক্তার অভাবেও আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√. চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান শতকরা কত ভাগ?
ক. ৩৫ খ. ৩৮
গ. ৪০ ঘ. ৪২

২। কৃষিখাতে পল্লী এলাকার প্রায় শতকরা কত ভাগ কর্মক্ষম লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে?
ক. ৬৫ ভাগ খ. ৭০ ভাগ
গ. ৭৫ ভাগ ঘ. ৮০ ভাগ

৩। বর্তমানের বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা শতকরা কত ভাগ?
ক. ১২ ভাগ খ. ৩০ ভাগ
গ. ৪০ ভাগ ঘ. ৫৬ ভাগ

৪। বাংলাদেশে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান শতকরা কত ভাগ?
ক. ১০ ভাগ খ. ১১ ভাগ
গ. ১৫ ভাগ ঘ. ১৭ ভাগ

৫। আমাদের দেশের শ্রমিকের মজুরি কম হওয়ার কারণ কি?
ক. এদের দক্ষতা কম
খ. এদের চাহিদা বেশি
গ. মালিকেরা এদের ন্যায্য মজুরি দেয় না
ঘ. শ্রমিকেরা সংগঠিত নয় বলে

৬। বাংলাদেশের কর্মক্ষম শ্রমিকের শতকরা প্রায় কতভাগ বেকার?
ক. ৩০ ভাগ খ. ২২ ভাগ
গ. ৩৬ ভাগ ঘ. ৪০ ভাগ

৭। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা কি?
ক. পুঁজির স্বল্পতা খ. জনগণের কাজে অনীহা
গ. কুশলী শ্রমিকের অভাব ঘ. সম্পদের অসম বণ্টন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ৮.১ : ১। খ ; ২। খ ; ৩। খ।
অনুশীলনী ৮.২ : ১। ঘ ; ২। গ।
অনুশীলনী ৮.৩ : ১। ক ; ২। ঘ ; ৩। ঘ ; ৪। খ ; ৫। ক ; ৬। খ ; ৭। ক।